القواعد المثلى

في صفات الله تعالى وأسمائه الحسنى

শাইখ মুহাম্মাদ ইবন সালেহ আল-উসাইমীন

মহান আল্লাহর নান্দনিক নাম ও গুণসমূহের নীতিমালা

অনুবাদ: মুহাম্মদ শামসুল হক সিদ্দিক
সম্পাদনা: প্রফেসর ড. আবু বকর মুহাম্মাদ যাকারিয়া

বই	**মহান আল্লাহর নান্দনিক নাম ও গুণসমূহের নীতিমালা**
মূল	শাইখ মুহাম্মাদ ইবন সালেহ আল-উসাইমীন
অনুবাদ	মুহাম্মাদ শামসুল হক সিদ্দিক
সম্পাদনা	প্রফেসর ড. আবু বকর মুহাম্মাদ যাকারিয়া
প্রকাশনা	দারুল কারার পাবলিকেশন্স কমিউনিটি ওয়েলফেয়ার ইনিশিয়াটিভ (CWI)

মহান আল্লাহর নান্দনিক নাম ও গুণসমূহের নীতিমালা

মূল

শাইখ মুহাম্মাদ ইবন সালেহ আল-উসাইমীন রাহিমাহুল্লাহ

অনুবাদ

মুহাম্মাদ শামসুল হক সিদ্দিক
সভাপতি ও মহাপরিচালক, আবহাস এডুকেশনাল এন্ড রিসার্চ সোসাইটি
ইদ্রিস টাওয়ার, টংগী কলেজ গেট, টংগী, গাজীপুর।

সম্পাদনা

ড. আবু বকর মুহাম্মাদ যাকারিয়া
পি.এইচ.ডি. (আক্বীদা), ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, মদীনা মুনাওয়ারা
প্রফেসর, আল-ফিকহ অ্যান্ড লিগ্যাল স্টাডিজ বিভাগ,
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।

দারুল কারার পাবলিকেশন্স | CWI কমিউনিটি ওয়েলফেয়ার ইনিশিয়েটিভ

মহান আল্লাহর নান্দনিক নাম ও গুণসমূহের নীতিমালা
শাইখ মুহাম্মাদ ইবন সালেহ আল-উসাইমীন রাহিমাহুল্লাহ

প্রথম প্রকাশ: নভেম্বর ২০২৪, কার্তিক ১৪৩১, রবিউস সানি ১৪৪৬
প্রচ্ছদ: সাইফুর রহমান

প্রকাশনায়:

দারুল কারার পাবলিকেশন্স
দোকান ৮৭, মাদ্‌রাসা মার্কেট (৩য় তলা),
৩৪ নর্থব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
মোবাইল: +৮৮ ০১৫৭৫ ১১১১৭০, +৮৮ ০১৭২০ ৯৩৫৫৪২

কমিউনিটি ওয়েলফেয়ার ইনিশিয়েটিভ (CWI)
৩৯/১ মাদানী গার্ডেন (মাদ্‌রাসা রোড), উত্তর আউচপাড়া,
টঙ্গী, গাজীপুর। মোবাইল: +৮৮ ০১৫৭৫ ৫৪৭৯৯৯

পরিবেশক:

ওয়াহিদীয়া ইসলামিয়া লাইব্রেরী (রাজশাহী)
০১৭০৮ ৫২৪৫২৫ (রাণীবাজার শাখা), ০১৭৩৭ ১৫২০৩৬ (সোনাদিঘির মোড় শাখা)

নিউ গাজী এন্টারপ্রাইজ (ভারত)
বিথারী (আর্জিনা বিল্ডার্সের পাশে), স্বরূপনগর, উত্তর ২৪ পরগনা, ভারত।
মোবাইল: +৯১ ৯৭৩২৮ ৫৯৬৬১, +৯১ ৯৮০০৯ ৩১৯২০

ISBN: 978-984-36-0754-6

অনলাইন পরিবেশনা

rokomari.com | wafilife.com | ikhlasstore.com | tawheedpublicationsbd.com
mmshopbd.com | ihyaussunnah.com | Darus Sunnah Shop | New Lekha Prokashani
Anaaba Books | Sunnah Bookshop | kitabullahbookshop | sushikkha.in

মূল্য : ৩২৫.০০ টাকা মাত্র

MOHAN ALLAHOR NANDONIK NAME O GUNSOMUHER NITIMALA by Muhammad Ibn Saleh Al-Usaimeen, Translated by Muhammad Samsul Haque Siddiq, Edited by Professor Dr. Abu Bakar Mohammad Zakaria, Published by Darul Qarar Publications, Bangla Bazar, Dhaka & Community Welfare Initiative (CWI), Gazipur, Dhaka, Bangladesh. Price: BDT 325, USD: $ 12

সূচি

অনুবাদকের ভূমিকা ১১
সম্পাদকের ভূমিকা ১২
শাইখ আবদুল আযীয ইবন আবদুল্লাহ ইবন বায রাহিমাহুল্লাহর ভূমিকা ১৬
লেখকের ভূমিকা ১৮
দীন ইসলামে আল্লাহর নাম ও গুণাবলির জ্ঞান অর্জনের মর্যাদা ১৯
চাওয়ার জন্য ডাকা ১৯
ইবাদতের উদ্দেশ্যে ডাকা ২০
এ গ্রন্থ রচনার মূল কারণ ২০

প্রথম অধ্যায়

মহান আল্লাহর নামবিষয়ক কতিপয় মূলনীতি ২১
প্রথম মূলনীতি: আল্লাহর সকল নামই অতি নান্দনিক ২১
দ্বিতীয় মূলনীতি: মহান আল্লাহর নামসমূহ একই সাথে নাম ও গুণ ২৪
তৃতীয় মূলনীতি: মহান আল্লাহর নামসমূহ যদি ওয়াসফে মুতা'আদ্দী হয়, তবে তা তিনটি বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করবে: ২৮
চতুর্থ মূলনীতি: মহান আল্লাহর নামসমূহ তাঁর সত্তা ও গুণাবলির ওপর (তিনভাবে প্রমাণবহ): ৩০
মুতাবাক্বাহ বা সর্বদিক থেকে প্রমাণ করে, ৩০
তাদ্বাম্মুন বা অন্তর্ভুক্তি হিসেবে প্রমাণ করে এবং ৩০
ইলতিযাম বা দাবি হিসেবেও প্রমাণ করে ৩০

পঞ্চম মূলনীতি: আল্লাহর নামসমূহ কুরআন-সুন্নাহ নির্ভর, এ ক্ষেত্রে বিবেকের যুক্তির কোনো দখল নেই ৩৪
ষষ্ঠ মূলনীতি: মহান আল্লাহর নামসমূহ সুনির্দিষ্ট সংখ্যায় সীমিত নয় ৩৫
সপ্তম মূলনীতি: মহান আল্লাহর নাম সংক্রান্ত ইলহাদ হলো, এ নামসমূহের ব্যাপারে যে অবস্থান গ্রহণ আবশ্যক তা না করে তাকে ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করা ৪৪

দ্বিতীয় অধ্যায়

মহান আল্লাহর সিফাত তথা গুণবিষয়ক মূলনীতি ৪৭
প্রথম মূলনীতি: মহান আল্লাহর সকল সিফাতই পরিপূর্ণ, এতে কোনো প্রকার অপূর্ণতা নেই ৪৭
দ্বিতীয় মূলনীতি: সিফাতের অধ্যায় নামের অধ্যায় থেকে প্রশস্ততর ৫৪
তৃতীয় মূলনীতি: মহান আল্লাহর গুণসমূহ দু'ভাগে বিভক্ত: সাব্যস্তজাত গুণ ও অসাব্যস্তজাত গুণ ৫৭
চতুর্থ মূলনীতি: সাব্যস্তজাত গুণগুলো প্রশংসা ও পূর্ণতাসূচক গুণ। অতএব এসব গুণ যত বেশি হবে এবং এসবের অর্থে যত বেশি বিভিন্নতা আসবে, যিনি এসব গুণে গুণান্বিত তাঁর পূর্ণতা তত অধিক প্রকাশ পাবে ৬১
পঞ্চম মূলনীতি: সাব্যস্তজাত গুণ দু'ভাগে বিভক্ত ৬২
(যাতিয়্যাহ) আল্লাহর সত্তাসংশ্লিষ্ট গুণ ও ৬২
(ফি'লিয়্যাহ) আল্লাহর কর্মসংশ্লিষ্ট গুণ ৬২
ষষ্ঠ মূলনীতি: সিফাত (গুণ) সাব্যস্ত করার ক্ষেত্রে বড় দুটি নিষিদ্ধ বিষয় থেকে মুক্ত থাকা খুবই জরুরি। ৬৪
এর একটি হলো 'তামছীল' (পূর্ণ সাদৃশ্য নির্ধারণ) ৬৪
আর অপরটি হলো 'তাকয়ীফ' (ধরণ নির্ধারণ) ৬৪

সপ্তম মূলনীতি: মহান আল্লাহর সিফাতসমূহ ওহীনির্ভর—এ ক্ষেত্রে বিবেকের যুক্তির কোনো স্থান নেই ৬৯

তৃতীয় অধ্যায়

নাম ও সিফাত প্রমাণকারী দলীল-বিষয়ক মূলনীতি ৭৩

প্রথম মূলনীতি: নাম ও সিফাত প্রমাণের উৎস বা দলীল হলো মাত্র দুটি ৭৩

দ্বিতীয় মূলনীতি: কুরআন-সুন্নাহর শব্দসমূহকে বিকৃত না করে তার প্রকাশ্য অর্থে ব্যবহার করা ওয়াজিব, বিশেষ করে মহান আল্লাহর সিফাতকেন্দ্রিক শব্দমালা; কেননা এ ক্ষেত্রে মানববুদ্ধির কোনো স্থান নেই ৭৯

তৃতীয় মূলনীতি: সিফাত সংবলিত বাণীসমূহের প্রকাশ্য অর্থের (দু'টি দিক রয়েছে) ৮১

এক দিক আমাদের জানা, ৮১

আর অন্য দিক আমাদের অজানা ৮১

চতুর্থ মূলনীতি: কুরআন-সুন্নাহর টেক্সট বা ভাষ্যসমূহের বাহ্যিক অর্থ তা-ই যা টেক্সট বা ভাষ্যসমূহ সামনে আসার পর তৎক্ষণাৎ মাথায় আসে। এ বাহ্যিক অর্থ কনটেক্সট বা বাক্যের পূর্বাপর সম্পর্ক অনুযায়ী এবং এর সাথে সম্পৃক্ত কথা অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে ৮৫

একটি সন্দেহ ও তার উত্তর ৯০

সিফাত বিষয়ে আশ'আরী ও মাতুরিদী সম্প্রদায়ের মতবাদের খণ্ডন ১০০

চতুর্থ অধ্যায়

আল্লাহর গুণাবলি সাব্যস্তকারী আহলে সুন্নাতের ওপর আরোপিত বাতিলপন্থীদের কিছু সন্দেহ ও তার জবাব ১০৭

প্রথম উদাহরণ ১০৯

দ্বিতীয় উদাহরণ ১১১

তৃতীয় উদাহরণ ১১২

চতুর্থ উদাহরণ ১১৩

পঞ্চম ও ষষ্ঠ উদাহরণ ১১৫

আল-কুরআনের প্রমাণ ১৩০

সুন্নাহর প্রমাণ ১৩২

যুক্তিনির্ভর প্রমাণ ১৩৪

ফিতরাতের প্রমাণ ১৩৪

ইজমার প্রমাণ ১৩৪

তৃতীয় সতর্কতা ১৩৫

সপ্তম ও অষ্টম উদাহরণ ১৩৮

উত্তর: উল্লিখিত আয়াতদ্বয়ে ‘অধিক কাছে’ বলতে ‘ফেরেশতারা অধিক কাছে’ বলে যে ব্যাখ্যা করা হয়েছে, তাতে বাণীকে তার বাহ্যিক অর্থ থেকে সরিয়ে নেওয়া হচ্ছে না। গভীরভাবে চিন্তা করলে এ বিষয়টি আমাদের বুঝে আসে। ১৩৮

নবম ও দশম উদাহরণ ১৪১

উত্তর: উল্লিখিত আয়াতদ্বয়ের অর্থও বাহ্যিক ও প্রকৃত অর্থেই নেয়া হবে। তবে এখানে বাহ্যিক ও প্রকৃত অর্থ বলতে কী বুঝানো হয়েছে? ১৪১

একাদশ উদাহরণ ১৪৩

উত্তর: এ হাদীসটি সহীহ বুখারীতে কিতাবুর রিকাক এর আওতাধীন ৩৮ নং পরিচ্ছেদে উল্লেখ হয়েছে। ১৪৪

দ্বাদশ উদাহরণ ১৪৬

[উত্তর:] এই হাদীসটি আল্লাহ তা‘আলার ঐ সকল কর্মকে বুঝাচ্ছে যা তিনি যখন ইচ্ছা সম্পাদন করেন। সর্বশক্তিমান আল্লাহ তা‘আলা যা

ইচ্ছা তাই করেন। এ বিষয়টি কুরআন ও সুন্নাহ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। যেমন আল্লাহ তা'আলার নিম্নোক্ত বাণীসমূহে ১৪৬

পঞ্চম অধ্যায়

পরিশিষ্ট ১৬১

তা'ওয়ীলকারীদের বিধান ১৭৩

পর্যালোচনা

আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক মাখলুকের 'সঙ্গে থাকা' ১৮৫

প্রথমত: আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক তাঁর মাখলুকের সঙ্গে থাকার বিষয়টি কুরআন, সুন্নাহ ও সালাফদের ইজমা দ্বারা প্রমাণিত একটি বিষয় ১৮৬

দ্বিতীয়ত: এ 'সঙ্গে থাকা'র বিষয়টি তার যে প্রকৃত অর্থ সে অর্থেই সত্য। তবে তা এমন 'সঙ্গে থাকা' যা আল্লাহর জন্য উপযোগী এবং যা এক মাখলুক কর্তৃক অন্য মাখলুকের সঙ্গে থাকার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ নয় ১৮৮

তৃতীয়ত: আল্লাহ কর্তৃক মাখলুকের সঙ্গে থাকার দাবি হলো, ১৯১

চতুর্থত: আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক তাঁর মাখলুকের 'সঙ্গে থাকা' এটা দাবি করে না যে, তিনি তাদের সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে আছেন অথবা তিনি তাদের স্থানে অবস্থান করছেন ১৯৫

পঞ্চমত: এই 'সঙ্গে থাকা' আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক তাঁর মাখলুকের ঊর্ধ্বে থাকা এবং আরশের উপরে থাকার সাথে সাংঘর্ষিক নয় ১৯৭

লেখকের সংক্ষিপ্ত জীবনী

আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবন সালিহ ইবন মুহাম্মাদ ইবন আল-উসাইমীন আল-উহাইবি আত-তামীমী ﵀। ১৩৪৭ হিজরীর রামাদান মাসের ২৭ তারিখে (১৯২৭ খ্রিস্টাব্দ) মোতাবেক ১৯২৯ সালের ৯ই মার্চ উনাইযাহ শহরের আল-কাসীম অঞ্চলে তাঁর জন্ম হয়। মাত্র ১৪ বছর বয়সে তিনি কুরআন হিফয করেন।

শাইখ আবদুর রহমান ইবন নাসির আস-সাদী ﵀ হচ্ছেন তাঁর প্রথম শিক্ষক। শাইখ আবদুল আযীয ইবন বায ﵀ তাঁর দ্বিতীয় শিক্ষক হিসেবে পরিচিত।

১৩৭১ হিজরীতে তিনি মসজিদে শিক্ষাদান শুরু করেন। রিয়াদে যখন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের যাত্রা শুরু হয়, তিনি সেখানে ভর্তি হন এবং দুই বছর পরে স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করেন। এরপর তাঁকে উনাইযাহর ‘মাহাদ আল-ইলম’ নামক একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষক হিসেবে নিযুক্ত করা হয়। পরবর্তীতে তিনি ইমাম মুহাম্মাদ বিন সাউদ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের কাসীম শাখায় শরীয়াহ ও উসূলুদ-দীন অনুষদে শিক্ষা দান করেন। এছাড়াও তাঁকে সৌদি আরবের সর্বোচ্চ উলামা পরিষদের সদস্য নিযুক্ত করা হয়।

শাইখ ইবন উসাইমীন ﵀ দাওয়াতী ময়দানে এবং মুসলিমদের শিক্ষাদানে অনেক বড় ও সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। রামাদান মাসে ই‘তিকাফের রাতগুলোতে মসজিদুল হারামে বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষা দান করতেন। হজের সময়ে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থান থেকে আগত মুসলিমদের, বিভিন্ন পত্রিকায় ও রেডিওতে সম্প্রচারিত ‘নুর আলাদ দার্‌ব’-এ এবং বিভিন্ন চিঠিতে ছাত্রদের তিনি ফাতওয়া প্রদান করতেন। ইসলামী পরিসেবায় অনন্য অবদানের জন্য ১৯৯৪ সালে তিনি বাদশাহ ফয়সাল আন্তর্জাতিক পুরস্কার লাভ করেন।

শাইখ ইবন উসাইমীন ﵀ ইলম পিপাসুদের জন্য প্রায় ১৮০টি গ্রন্থ রচনা করেন, তন্মধ্যে মাজমূ‘উ ফাতাওয়া ও রাসাইল ৪২ খণ্ডে, আশ-শারহুল মুমতি ১৬ খণ্ডে, আল-কাওলুল মুফীদ আলা কিতাবিত-তাওহীদ ৩ খণ্ডে, শারহু রিয়াযুস সালেহীন ৭ খণ্ডে এবং শারহুল আকীদাহ আল-ওয়াসিতিয়্যাহ ২ খণ্ডে।

১৪২১ হিজরীর শাওয়াল মাসের ১৫ তারিখ, বুধবার (১০ জানুয়ারি, ২০০১ খ্রিস্টাব্দ), ৭৪ বছর বয়সে তিনি সৌদি আরবের জেদ্দা শহরে মারা যান। তাঁকে মক্কা মুকাররমার ‘মাকবারাহ আল-আদল’ এ দাফন করা হয়।

অনুবাদকের ভূমিকা

আক্বীদা-বিশ্বাসের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা একটি অনিবার্য বিষয়। আক্বীদা-বিশ্বাস অস্বচ্ছ বা অযথার্থ হলে আমল ও আচার-অনুষ্ঠানগত একনিষ্ঠতা, ত্যাগ ও কুরবানীর গ্রহণযোগ্যতা হারিয়ে ফেলে—এ বিষয়টি আমাদের সকলেরই জানা। তবুও দেখা যায় যে, আমাদের মধ্যে অনেকেই আক্বীদা-বিশ্বাসের ক্ষেত্রটিকে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ মনে করেন না। বরং প্রচলিত ধ্যান-ধারণাকেই তারা আক্বীদা-বিশ্বাস হিসেবে ধারণ করে চলেন। পক্ষান্তরে আক্বীদা-বিশ্বাসের প্রতিটি উপায়-উপকরণের ক্ষেত্রেই আমাদের হতে হবে অতিমাত্রায় সংবেদনশীল, সমধিক গুরুত্বারোপকারী ও ঐকান্তিক। বিশেষ করে আল্লাহ তা'আলার উলুহিয়াত (ইবাদত), রুবুবিয়াত (প্রভুত্ব), আসমা ও সিফাত (নাম ও গুণাবলি) সম্পর্কে স্পষ্ট বিশ্বাস রাখা অত্যন্ত জরুরী। কেননা তাওহীদ বলতে আমরা যা বুঝি, তা এ বিষয়গুলোকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত। অতএব এ ক্ষেত্রে কোনো বিচ্যুতির অর্থ মূল বিশ্বাসের জায়গাটি ত্রুটিপূর্ণ থাকা, যা কোনোভাবেই আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য হতে পারে না।

আল্লাহ তা'আলার আল-আসমা ওয়াস সিফাত তথা নাম ও গুণসমগ্রের ব্যাপারে আমাদের কী ধরনের বিশ্বাস পোষণ করতে হবে সে ব্যাপারে গবেষণাধর্মী কোনো বই বাংলা ভাষায় এখনো আমার নজরে পড়েনি। অতএব ঈমানী তাগিদ থেকেই আমি অনুভব করি যে, প্রখ্যাত শরীয়তবিদ শাইখ মুহাম্মাদ ইবন সালেহ আল উসাইমীন রাহিমাহুল্লাহ রচিত 'আল কাওয়িদুল মুছলা ফী সিফাতিল্লাহি তা'আলা ওয়া আসমাইহিল হুসনা' গ্রন্থটি বাংলা ভাষায় অনূদিত হওয়া উচিত। আর তাই বইটি বাংলা ভাষায় অনুবাদ করার প্রস্তাব আমি অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গেই গ্রহণ করি।

হানাফী মাযহাবের মূল আক্বীদা-বিশ্বাসের সঙ্গে বইটিতে উল্লিখিত বক্তব্যমালার কোনো সংঘর্ষ নেই, যা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের মূল আক্বীদা বলে স্বীকৃত।

মোহাম্মদ মোসলেহ উদ্দিন (এফ.সি.এ) এবং হিউস্টন প্রবাসী সর্বজনাব শহীদুল ইসলাম, রফিকুল হক রঞ্জু বক্ষ্যমাণ বইটি বাংলা ভাষায় অনুবাদ ও প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করায় অশেষ ধন্যবাদ পাওয়ার দাবি রাখেন। আল্লাহ তা'আলা তাদের সকলকে জাযায়ে খায়ের দান করুন। আমিন।

মুহাম্মাদ শামসুল হক সিদ্দিক
কলেজ গেট, টংগী, গাজীপুর।
৩০ আগস্ট ২০১৩

সম্পাদকের ভূমিকা

আলহামদুলিল্লাহ, মহান আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করছি, যিনি আমাকে মুসলিম বানিয়েছেন। সালাত ও সালাম পেশ করছি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর। যিনি আমাদেরকে হিদায়াতের পথে চলার জন্য সকল পদ্ধতি দেখিয়েছেন। যিনি আমাদেরকে আল্লাহ সম্পর্কে যা জানলে আমাদের ঈমান বৃদ্ধি পাবে তা জানিয়েছেন।

জগতের কোনো কিছু সম্পর্কে জানতে হলে তাকে দেখতে হবে অথবা তার মতো কাউকে দেখতে হবে, অথবা তার সত্তা সম্পর্কে দেওয়া বর্ণনার ওপর নির্ভর করতে হবে, অথবা তার সত্তার নাম, গুণ ও কর্ম বর্ণনায় যা কিছু এসেছে সেটার ওপর নিরস্ত থাকতে হবে। আল্লাহকে আমরা কেউ দেখিনি, তাঁর মতো কাউকেও আমরা জানি না, তাহলে তাঁর সম্পর্কে জানতে হলে আমাদেরকে তাঁর সত্তা সম্পর্কে তাঁর ও তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে দেওয়া তথ্যের ওপর নির্ভর করতে হবে, আর তাঁর পক্ষ থেকে জানানো তাঁর নাম, গুণ ও কর্মের মাধ্যমেই তাঁকে জানতে হবে। বস্তুত তাঁর সম্পর্কে জানতে হলে তাঁর দেওয়া নীতির ভিত্তিতেই জানতে হবে। কুরআন ও সুন্নাহতে সুস্পষ্টভাবে আল্লাহর পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে। সেসব নীতিকে বের করে মানুষের কাছে তুলে ধরার মাধ্যমে এ পথ থেকে বিচ্যুত হওয়ার সম্ভাবনা দূর করা সম্ভব। এ কাজটি যারা করেছেন তারা মুজতাহিদ। ইজতিহাদের যোগ্য আলেমগণের দ্বারা তা সম্পন্ন হলে এটিতে সাওয়াব ছাড়া আর কিছুই চিন্তা করা যায় না।

কোনো সন্দেহ করার অবকাশ নেই যে, আল্লাহ তা‘আলা কুরআন নাযিল করেছেন হিদায়াতের জন্য, আর তাঁর নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পাঠিয়েছেন দীনে হক্ক বর্ণনার জন্য। দীনের সর্বোচ্চ ও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে আল্লাহকে জানা। তাই কুরআন ও সুন্নাহতে সেটার বিবরণ থাকবেই। সে বিবরণগুলো কোনোভাবেই অস্পষ্ট কিংবা অর্থহীন হতে পারে না। তাই আল্লাহ সংক্রান্ত সকল নস বা

ভাষ্যের বর্ণনা মুহকাম বা স্পষ্ট, যেগুলো আরবী ভাষার পরিচিত শব্দে এসেছে। যেগুলোর অর্থ আরবের সকলেই বুঝতেন। রাসূলও শহুরে-গ্রাম্য, শিক্ষিত-অশিক্ষিত সকল সাহাবীর কাছে আল্লাহর পরিচিতি সংক্রান্ত সকল ভাষ্য নির্দ্বিধায় বর্ণনা করতেন। তারা কোনো দিন বলেননি যে, আমরা এগুলোর অর্থ বুঝি না, বা এগুলোর মাধ্যমে আল্লাহকে চেনার ও তাঁর মারেফত হাসিলের চেষ্টা করা যাবে না। এমনকি একজন বেদুঈনও সেটা নিয়ে রাসূলের সাথে আলোচনা করতেন। আবু রাযীন আল-উকাইলী বর্ণনা করেন, একবার সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ‘আমাদের রব বান্দার নৈরাশ্য ও তার পরিবর্তনের অবস্থা কাছাকাছি থাকার বিষয় নিয়ে হাসেন। তখন আমি (সাহাবী আবু রাযীন আল-উকাইলী) বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের রব কি হাসেন? রাসূল বললেন, হ্যাঁ। তখন আমি (সাহাবী) বললেন, ‘যে আল্লাহ হাসেন তার থেকে আমরা কল্যাণ শূন্য হবো না।’[১]

শতাধিক উদাহরণের একটি উদাহরণ এখানে পেশ করা হলো, যার মাধ্যমে প্রমাণিত হলো যে, সাহাবায়ে কিরাম আল্লাহর সত্তা, নাম, গুণ ও কর্মের পরিচিতি সংক্রান্ত যাবতীয় ভাষ্য বুঝেছেন। তাদের অনুসরণ করে তাবে‘ঈনে ইযামও সেগুলোকে বুঝতেন ও সেগুলোর অর্থ বর্ণনা করতেন। তাদের অনুসরণ করে আতবাউত তাবে‘ঈন, আয়িম্মায়ে মুজতাহিদীন সেগুলোর অর্থ নিয়ে আলোচনা করেছেন, সেগুলোকে যথার্থভাবে সাব্যস্ত করতেন। সে পথে যারা চলেছে, সে পদাঙ্ক যারা অনুসরণ করেছেন তারা সকলেই আল্লাহর সত্তা, নাম, গুণ ও কর্ম সম্পর্কে গ্রন্থ রচনা করে গেছেন। হাদীস ও সুন্নাহর ইমামগণ এর ওপর তাদের গ্রন্থে অধ্যায় বিন্যাস করেছেন। তাদের মধ্যে অন্যতম হচ্ছেন মুজাহিদ ইবন জাবার, সা‘ঈদ ইবন জুবাইর, ইকরিমা, আত্বা ইবন আবী রাবাহ, হাসান বসরী, মাসরূক ইবনুল আজদা‘, সা‘ঈদ ইবনুল মুসাইয়্যেব, আবুল আলিয়া, রাবী ইবন আনাস, কাতাদাহ, দাহহাক ইবন মুযাহিম প্রমুখ। অনুরূপ তাদের সুন্দর অনুসারী সুফইয়ান ইবন

১. মুসনাদে আহমদ: ১৬১৮৭, ইবন মাজাহ: ১৮১। হাদীসটির সনদ হাসান

উয়াইনাহ, সুফইয়ান ইবন সা'ঈদ আস-সাওরী, আবু হানীফা, মালেক, শাফে'ঈ, আহমদ প্রমুখ। তদ্রূপ ইমাম ইবন আবী শাইবাহ, আব্দুর রায্যাক, ইবনুল মুনযির, বুখারী, মুসলিম, আবু দাঊদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবন মাজাহ, ইমাম তাবারী, ইবন আবী হাতেম প্রমুখ। অনুরূপভাবে ইমাম ইবন খুযাইমাহ, ইমাম ইবন মান্দাহ, ইমাম দারেমী, আবু সা'ঈদ দারেমী, তারা ও অনেক মুহাদ্দিস মুফাসসির তাদের গ্রন্থে আল্লাহর সত্তা, নাম, গুণ ও কর্ম সম্পর্কে নীতিমালাগুলো তুলে ধরেছেন। তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে সেগুলোকে সুবিন্যস্ত করে পেশ করেছেন ইমাম বাত্তাহ, ইমাম আজুররী, ইমাম লালাকাঈ, ইমাম ইবন কুদামাহ আল-মাকদেসী, ইমাম আবু ইসমা'ঈল আল-হারাওয়ী, শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ, ইমাম ইবনুল কাইয়্যেম, ইমাম যাহাবী, ইমাম ইবন আব্দুল হাদী, ইমাম ইবন কাসীর প্রমুখ। তাদের পথেই চলেছেন শাইখুল ইসলাম মুজাদ্দিদে মিল্লাহ মুহাম্মাদ ইবন আব্দুল ওয়াহহাব রাহিমাহুল্লাহ ও তাঁর সুযোগ্য উত্তরসূরি সন্তান-সন্ততি ও ছাত্রগণ। তাদের সেসব বক্তব্য অনুসরণ করে আমাদের শাইখ মুহাম্মাদ ইবন সালেহ আল-উসাইমীন রাহিমাহুল্লাহ উপর্যুক্ত নীতিমালাগুলো আমাদের জন্য উপহার হিসেবে পেশ করেছেন। আমাদের উচিত এগুলোকে যথার্থভাবে অনুধাবন করা, এগুলোকে মুখস্থ করা, এগুলোর প্রচার-প্রসার করা, যাতে এ মহান বিষয়, আল্লাহর মারিফাতের বিষয়ে বাতিলপন্থীদের অনুপ্রবেশ বন্ধ করা যায়, তাদের সন্দেহের অপনোদন করা প্রতিটি মুসলিমের জন্য সহজ হয়। ফলে আমরা সেসব নাস্তিক, দার্শনিক, জাহমী, কাদারী, জাবারী, মু'তাযিলা, খারেজী, শিয়া, আশ'আরী ও মাতুরিদীদের যাবতীয় ষড়যন্ত্রের জন্য উম্মতের ছোট-বড় সকলকে প্রস্তুত করতে পারি।

আমাদের শাইখ মুহাম্মাদ ইবন সালেহ আল-উসাইমীন রাহিমাহুল্লাহর এ গ্রন্থটি এ ব্যাপারে একটি বড় মাইলফলক হিসেবে কাজ করবে। সেজন্য ইতঃপূর্বে www.islamhouse.com এর মাধ্যমে সেটার অনুবাদ ও প্রচারের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছিল। অনুবাদ করেছিলেন শাইখ শামসুল হক সিদ্দিক। অনুবাদ কর্মটি সম্পাদনার মাধ্যমে আপনাদের হাতে তুলে দিতে পেরে আমি নিজেকে পূর্বোক্ত সেসব সালাফে

সালেহীনের সাথে যুক্ত করার প্রয়াস পাই, যাতে তাদের জন্য যারা দো'আ করবেন, তাদের সাথে সাথে আমার জন্যও সে দো'আর একটি অংশ থেকে যায়।

মহান আল্লাহর কাছে দো'আ করি তিনি যেন আমাদের থেকে তা কবুল করেন। আমাদেকে তাঁর প্রিয় বান্দা নবী-রাসূল, সিদ্দীক, শহীদ ও সালেহগণের সাথে সম্পৃক্ত করেন। আমাদেরকে হকের পথে অবিচল থাকার তৌফিক প্রদান করেন। আমাদেরকে কবরের আযাব থেকে বাঁচিয়ে দেন। আখেরাতে আমাদেরকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেন এবং জান্নাত দিয়ে ধন্য করেন। আমীন।

ড. আবু বকর মুহাম্মাদ যাকারিয়া
প্রফেসর, আল-ফিকহ অ্যান্ড লিগ্যাল স্টাডিজ বিভাগ
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া, বাংলাদেশ।

শাইখ আবদুল আযীয ইবন আবদুল্লাহ ইবন বায রাহিমাহুল্লাহর ভূমিকা

اَلْحَمْدُ للهِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلامُ عَلَى رَسُولِ اللهِ، وَعَلَى آلِـهِ وأَصْحَابِـهِ، وَمَنِ اهْتَدَى، أَمَّا بَعْدُ:

'মহান আল্লাহর নান্দনিক নাম ও গুণসমূহের নীতিমালা' শিরোনামে আমাদের সম্মানিত ভাই শাইখ মুহাম্মাদ সালেহ আল-উসাইমীন রচিত মূল্যবান গ্রন্থটি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আমি শুনেছি। এ এক অতি মূল্যবান গ্রন্থ। এতে আছে মহান আল্লাহর নাম ও গুণসমূহের ব্যাপারে সালাফদের আক্বীদার বর্ণনা, আল্লাহর নাম ও সিফাত বিষয়ে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কিছু নীতিমালা এবং খুব উপকারী কিছু আলোচনা। আল্লাহ কর্তৃক তাঁর মাখলুকের 'সঙ্গে থাকা'র অর্থ কী লেখক তা ব্যাখ্যা করেছেন, হোক তা সুনির্দিষ্টভাবে সঙ্গে থাকার বিষয় উল্লিখিত হওয়ার ক্ষেত্রে অথবা অনির্দিষ্টভাবে সঙ্গে থাকার বিষয় উল্লিখিত হওয়ার ক্ষেত্রে। তিনি বলেছেন: এ 'সঙ্গে থাকা'র যে প্রকৃত অর্থ রয়েছে সে অনুযায়ী তা হক ও সত্য। আর এ 'সঙ্গে থাকা' মাখলুকের সাথে মিশ্রিত হয়ে থাকা বা মিশে থাকাকে দাবি করে না। পবিত্র মহান আল্লাহ বরং 'আরশের উপরে (যেভাবে তিনি নিজ সম্পর্কে সংবাদ দিয়েছেন এবং যেভাবে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার জন্য উপযোগী ঠিক সেভাবে) আছেন বরং এ 'সঙ্গে থাকা'র অর্থ হলো, বান্দা সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলার সম্যক জ্ঞান ও অবগতি এবং সর্বব্যাপী নিয়ন্ত্রণ। তাদের কথাবার্তা ও নাড়াচাড়া শোনা, তাদের অন্তর্গত ও বহির্গত অবস্থা দেখা, তাঁর রাসূলগণ ও মুমিনদের হিফাযত করা, সুরক্ষা দেওয়া, তাদের সাহায্য করা এবং তাওফীক দেওয়া ইত্যাদি।

এ গ্রন্থে আরো আছে বাতিলপন্থীদের আক্বীদা-বিশ্বাসের খণ্ডন এবং প্রতিবাদী বিশ্লেষণ; বিশেষ করে তা'তীল বা নিষ্ক্রিয়কারী, সাদৃশ্য প্রদানকারী, উদাহরণ প্রদানকারী, হুলুলী বা স্রষ্টাকে সৃষ্টির মধ্যে

অবস্থানকারী মতবাদে বিশ্বাসী সম্প্রদায় ও ইত্তেহাদী বা সৃষ্টি ও স্রষ্টাকে একাকার হওয়ার মতবাদে বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের মতবাদগুলোর খণ্ডন।

আল্লাহ তাকে জাযায়ে খায়ের দান করুন, তার সাওয়াব বাড়িয়ে দিন এবং আমাদেরকে ও তাকে আরো অধিক জ্ঞান, হিদায়াত ও তাওফীক দান করুন। পাঠকসহ সকল মুসলিমকে এ গ্রন্থ থেকে উপকার লাভের তাওফীক দান করুন। নিশ্চয় তিনি দো'আ কবুলের মালিক এবং প্রার্থনা মঞ্জুর করে নেয়ার ব্যাপারে অতি ক্ষমতাবান।

এগুলো নিজের জবান থেকে বলছেন আল্লাহর প্রতি মুখাপেক্ষী আবদুল আযীয ইবন আবদুল্লাহ ইবন বায, আল্লাহ তাকে মাগফিরাত দানে ভূষিত করুন। আল্লাহ তা'আলা আমাদের নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি, তাঁর পরিবারবর্গ ও সাহাবীগণের প্রতি রহমত ও শান্তি বর্ষণ করুন।

আবদুল আযীয ইবন আবদুল্লাহ ইবন বায

মহাপরিচালক

ইলমী গবেষণা, ইফতা, দাওয়াত ও ইরশাদ বিষয়ক অফিসমূহ

৫-১১-১৪০৪ হিজরী

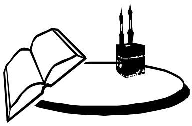

লেখকের ভূমিকা

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

اَلْحَمْدُ للهِ، نَحْمَدُهُ، وَنَسْتَعِينُهُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَتُوبُ إِلَيْهِ، وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا، وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ، وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ، وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا، وَبَعْدُ:

সকল প্রশংসা আল্লাহ তা‘আলার জন্য। আমরা তাঁর প্রশংসা করি। তাঁর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করি। তাঁর কাছে ক্ষমা চাই এবং তাওবা করি। আমাদের নিজ নাফসের খারাবি ও কর্মসমূহের মধ্যে যা অসাধু তা থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাচ্ছি। যাকে আল্লাহ হিদায়াত দান করেন তাকে গোমরাহকারী কেউ নেই, আর যাকে তিনি গোমরাহ করেন তাকে হিদায়াতকারী কেউ নেই। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য ইলাহ নেই। তিনি এক। তাঁর কোনো শরীক নেই। আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল। আল্লাহ তা‘আলা সালাত ও সালাম পেশ করুন তাঁর প্রতি, তাঁর পরিবারবর্গের প্রতি, তাঁর সাহাবীগণের প্রতি এবং যারা সততার সাথে তাঁদের অনুসরণ করেছেন তাদের সকলের প্রতি।

এরপর কথা হলো, আল্লাহর নাম ও গুণাবলির প্রতি ঈমান আনয়ন করা ঈমানের অন্যতম একটি রুকন বা স্তম্ভ। আর সে রুকনগুলো হচ্ছে, মহান আল্লাহর অস্তিত্বের ঈমান[২], তাঁর রুবুবিয়াত তথা প্রভুত্বের ওপর

২. আল্লাহর অস্তিত্বের বিষয়টির প্রমাণ অগণিত অসংখ্য। তবে সেটা প্রমাণে আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা‘আতের নিজস্ব কিছু পদ্ধতি রয়েছে, যা কালামশাস্ত্রবিদদের ব্যবহৃত নিয়মের সাথে অনেক সময়েই খাপ খায় না। এ ব্যাপারে বিস্তারিত জানার জন্য খালেদ আবদুল লতিফ মুহাম্মাদ নূর লিখিত “মানহাজু আহলিস সুন্নাত ওয়াল জামা‘আত ওয়া মানহাজুল আশা‘য়েরা” এবং আবদুর রহমান

ঈমান। তাঁর উলুহিয়াত তথা একমাত্র তাঁরই ইবাদত করতে হবে সেটার ওপর ঈমান এবং আসমা ওয়াস্ সিফাত তথা আল্লাহর যাবতীয় নাম ও গুণাবলির ওপর যথার্থ ঈমান।

নাম ও গুণের ক্ষেত্রে আল্লাহ তা'আলাকে অদ্বিতীয় মানা তাওহীদের তিন প্রকারের মধ্যে একটি। আর তা হচ্ছে, তাওহীদুর রুবুবিয়্যাহ (প্রভুত্বে একত্ব) তাওহীদুল উলুহিয়্যাহ (ইবাদতের ক্ষেত্রে একত্ব) তাওহীদুল আসমা ওয়াস সিফাত (নাম ও গুণের ক্ষেত্রে একত্ব)।

দীন ইসলামে আল্লাহর নাম ও গুণাবলির জ্ঞান অর্জনের মর্যাদা

দীন ইসলামে তাওহীদুল আসমা ওয়াস সিফাত তথা নাম ও গুণসমগ্রের ক্ষেত্রে তাওহীদের মর্যাদা অত্যন্ত উঁচু। এর গুরুত্ব অপরিসীম। আল্লাহর নাম ও গুণাবলি সম্পর্কে যথাযথ জ্ঞান না থাকলে তা কোনো ব্যক্তিকেই পরিপূর্ণরূপে আল্লাহ তা'আলার ইবাদত করার সুযোগ দেয় না; পক্ষান্তরে এর জ্ঞান থাকলে সে আল্লাহ তা'আলা সম্পর্কে সুস্পষ্ট জ্ঞানসহ তাঁর ইবাদত করতে পারবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَلِلَّهِ ٱلْأَسْمَآءُ ٱلْحُسْنَىٰ فَٱدْعُوهُ بِهَا﴾ [الاعراف: ١٨٠]

"আর আল্লাহর জন্যই রয়েছে সুন্দরতম নামসমূহ। সুতরাং তোমরা তাঁকে সেসব নামের মাধ্যমেই ডাক।" [সূরা আল-আ'রাফ ৭:১৮০]

এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলাকে তাঁর নামের মাধ্যমে ডাকার যে কথাটি রয়েছে, এই ডাকা দুই প্রকার। একটি হলো আল্লাহ তা'আলার কাছে কোনো কিছু চাওয়ার জন্য ডাকা, অপরটি হলো এই নামগুলোর মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলার ইবাদত করার উদ্দেশ্যে ডাকা।

চাওয়ার জন্য ডাকা

চাওয়ার জন্য ডাকার অর্থ হলো, আপনি আল্লাহর কাছে কোনো কিছু চাওয়ার পূর্বে এমন নাম চয়ন করবেন যা আপনার প্রার্থিত বিষয়ের

সালেহ আলে মাহমূদ রচিত "মাওকাফু ইবনি তাইমিয়্যাহ মিনাল আশা'য়েরা" গ্রন্থদ্বয় দেখা যেতে পারে।

সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হয়। যেমন আপনি বলবেন, ‘হে ক্ষমাশীল আপনি আমাকে ক্ষমা করুন, হে দয়াময় আপনি আমার প্রতি দয়া করুন, হে হিফাযতকারী আপনি আমাকে হিফাযত করুন ইত্যাদি।

ইবাদতের উদ্দেশ্যে ডাকা

ইবাদতের উদ্দেশ্যে ডাকার অর্থ হলো, আল্লাহ তা‘আলার নামসমূহের যে দাবি রয়েছে সে দাবি অনুযায়ী আপনি আল্লাহ তা‘আলার ইবাদত করবেন। অতএব আপনি তাওবা করবেন, কারণ আল্লাহ তা‘আলা হলেন অতি তাওবা কবুলকারী। আপনি জিহ্বা ব্যবহার করে আল্লাহ তা‘আলার যিকির করবেন, কেননা তিনি সর্বশ্রোতা। আপনি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দ্বারা আল্লাহ তা‘আলার ইবাদত করবেন; কারণ তিনি সর্বদ্রষ্টা। আপনি গোপনেও আল্লাহ তা‘আলাকে ভয় করবেন; কারণ তিনি হলেন আল্-লাতীফ আল খাবীর অর্থাৎ অতিসূক্ষ্মদর্শী ও সকল বিষয়ে সম্যক অবহিত।

এ গ্রন্থ রচনার মূল কারণ

নাম ও গুণ বিষয়ক তাওহীদের এ মর্যাদার কারণে আর এ ব্যাপারে মানুষের মাঝে বিদ্যমান কখনো হক আবার কখনো অজ্ঞতা ও একঘেয়েমিবশত বাতিল কথাবার্তার কারণে আমি এ ব্যাপারে কিছু নীতিমালা লিপিবদ্ধ করার ইচ্ছা পোষণ করেছি। আল্লাহ তা‘আলার কাছে আমার প্রত্যাশা তিনি যেন আমার এ আমলকে একমাত্র তাঁর উদ্দেশেই ঐকান্তিকভাবে পেশ করার তাওফীক দান করেন। আমার এ কাজকে তাঁর সন্তুষ্টির অনুগামী এবং তাঁর বান্দাদের জন্য উপকারী বানান। আর আমি এ গ্রন্থের নাম দিয়েছি “আল-কাওয়িদুল মুছলা ফী সিফাতিল্লাহি তা‘আলা ওয়া আসমাইহিল হুসনা” তথা ‘মহান আল্লাহর নান্দনিক নাম ও গুণসমূহের নীতিমালা’।

লেখক

প্রথম অধ্যায়
মহান আল্লাহর নামবিষয়ক কতিপয় মূলনীতি

প্রথম মূলনীতি: আল্লাহর সকল নামই অতি নান্দনিক

অর্থাৎ সেগুলো সৌন্দর্যে সর্বশীর্ষে এবং সর্বোচ্চ পর্যায়ে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿وَلِلَّهِ ٱلۡأَسۡمَآءُ ٱلۡحُسۡنَىٰ﴾ [الاعراف: ١٨٠]

“আর আল্লাহর জন্যই রয়েছে সুন্দরতম নামসমূহ।” [সূরা আল-আ‘রাফ: ৭: ১৮০]

কারণ তা পূর্ণাঙ্গ গুণাবলিসম্পন্ন, যাতে কোনোভাবেই কোনো প্রকার অপূর্ণতা নেই; না সম্ভাব্য কোনো অপূর্ণতা, না অব্যক্ত কোনো অপূর্ণতা।

এর উদাহরণ: (اَلْحَيُّ- আল-হাইয়্যু) ‘চিরঞ্জীব’ আল্লাহর নামসমূহের একটি নাম, তা এমন পূর্ণাঙ্গ জীবনকে নির্দেশ করে যা অস্তিত্বহীনতার পর্ব পেরিয়ে আসেনি এবং যাকে কখনো অস্তিত্বহীনতা স্পর্শ করবে না আর যে জীবন সকল পূর্ণাঙ্গ গুণাবলির ধারক, যেমন- জ্ঞান, ক্ষমতা, শ্রবণশক্তি, দৃষ্টিশক্তি ইত্যাদি।

দ্বিতীয় উদাহরণ: (اَلْعَلِيْمُ- আল-‘আলীমু) ‘সর্বজ্ঞ’ আল্লাহর নামসমূহের একটি নাম, যা পরিপূর্ণ জ্ঞানকে নির্দেশ করে, যে জ্ঞান কোনো অজ্ঞতার পর্ব পেরিয়ে আসেনি এবং যে জ্ঞানকে কোনো বিস্মৃতি স্পর্শ করে না। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿قَالَ عِلۡمُهَا عِندَ رَبِّي فِي كِتَٰبٖۖ لَّا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنسَى ۝٥٢﴾ [طه: ٥٢]

“মূসা বললেন, ‘এর জ্ঞান আমার রবের নিকট কিতাবে রয়েছে, আমার রব ভুল করেন না এবং বিস্মৃতও হন না’।” [সূরা ত্বা-হা ২০:৫২] অর্থাৎ

সুপরিব্যাপ্ত জ্ঞান যা সবদিক থেকে সকল কিছুকে পরিবেষ্টন করে আছে, হোক তা আল্লাহ তা‘আলার কর্মাদি বিষয়ক অথবা মাখলুকের কর্মাদি বিষয়ক। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿وَعِندَهُۥ مَفَاتِحُ ٱلۡغَيۡبِ لَا يَعۡلَمُهَآ إِلَّا هُوَۚ وَيَعۡلَمُ مَا فِي ٱلۡبَرِّ وَٱلۡبَحۡرِۚ وَمَا تَسۡقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعۡلَمُهَا وَلَا حَبَّةٖ فِي ظُلُمَٰتِ ٱلۡأَرۡضِ وَلَا رَطۡبٖ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَٰبٖ مُّبِينٖ ٥٩﴾ [الانعام: ٥٩]

“আর গায়েবের চাবি তাঁরই কাছে রয়েছে, তিনি ছাড়া অন্য কেউ তা জানে না। স্থল ও সমুদ্রের অন্ধকারসমূহে যা কিছু আছে তা তিনিই অবগত রয়েছেন, তাঁর অজানায় একটি পাতাও পড়ে না। মাটির অন্ধকারে এমন কোনো শস্যকণাও অংকুরিত হয় না বা রসযুক্ত কিংবা শুস্ক এমন কোনো বস্তু নেই যা সুস্পষ্ট কিতাবে নেই।” [সূরা আল-আন‘আম ৬:৫৯]

﴿وَمَا مِن دَآبَّةٖ فِي ٱلۡأَرۡضِ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ رِزۡقُهَا وَيَعۡلَمُ مُسۡتَقَرَّهَا وَمُسۡتَوۡدَعَهَاۚ كُلّٞ فِي كِتَٰبٖ مُّبِينٖ ٦﴾ [هود: ٦]

“আর যমীনে বিচরণকারী সবার জীবিকার দায়িত্ব আল্লাহরই এবং তিনি সেসবের স্থায়ী ও অস্থায়ী অবস্থিতি সম্বন্ধে অবহিত; সবকিছুই সুস্পষ্ট কিতাবে আছে।”[৩] [সূরা হূদ **১১**:৬]

﴿يَعۡلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِ وَيَعۡلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعۡلِنُونَۚ وَٱللَّهُ عَلِيمُۢ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ٤﴾ [التغابن: ٤]

“আসমানসমূহ ও যমীনে যা কিছু আছে সমস্তই তিনি জানেন এবং তিনি জানেন তোমরা যা গোপন করো ও তোমরা যা প্রকাশ করো। আর আল্লাহ অন্তরসমূহে যা কিছু আছে সে সম্পর্কে সম্যক জ্ঞানী।” [সূরা আত-তাগাবুন ৬৪:4]

৩. অর্থাৎ লওহে মাহফুযে।

তৃতীয় উদাহরণ: (اَلرَّحْمَنُ-আর-রহমানু) ‘পরম করুণাময়’ আল্লাহর নামসমূহের একটি নাম, **যা পরিপূর্ণ রহমতকে[৪] শামিলকারী**, যে রহমত সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাললাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

«لَلَّهُ أَرْحَمُ بِعِبَادِهِ مِنْ هَذِهِ بِوَلَدِهَا»

“এই নারী তার সন্তানের প্রতি যতটুকু করুণাশীল আল্লাহ তা‘আলা তার বান্দাদের প্রতি এর থেকেও অধিক করুণাশীল।”[৫]

উক্ত হাদীসটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে বলেছিলেন। আর তা হলো, এক যুদ্ধ শেষে এক নারী তার শিশুকে যুদ্ধবন্দিদের ভেতরে পেল। সে তাকে তুলে নিল, পেটের সঙ্গে লাগাল এবং তাকে দুধ পান করাল। তা দেখে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম উক্ত হাদীসটি ব্যক্ত করলেন।

আর-রহমান শব্দটি **আল্লাহ তা‘আলার ওই ব্যাপক দয়া-করুণাকেও শামিল করে আছে**[৬] যে সম্পর্কে আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন:

﴿وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ﴾ [الاعراف: ١٥٦]

“আর আমার দয়া—তা তো প্রত্যেক বস্তুকে ঘিরে রয়েছে।” [সূরা আল-আ‘রাফ ৭:১৫৬]

এই রহমতের ইঙ্গিত মুমিনদের জন্য ফেরেশতাদের প্রার্থনার মধ্যেও ব্যক্ত হয়েছে যা আল্লাহ তা‘আলা নিচের আয়াতে উল্লেখ করেছেন।

﴿رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَعِلْمًا﴾ [غافر: ٧]

৪. অর্থাৎ স্বকীয়তার দিক থেকে যা পরিপূর্ণ, যেখানে কোনো ত্রুটি বা কমতির সম্ভাবনা কল্পনাও করা যায় না। অর্থাৎ তাঁর রহমত গুণের প্রভাব পরিপূর্ণ।

৫. বুখারী, আল-জামেউস সহীহ, অধ্যায়: শিষ্টাচার, পরিচ্ছেদ: সন্তানের প্রতি করুণা, তাকে চুম্বন করা এবং গলায় লাগানো, হাদীস নং ৫৯৯৯; মুসলিম, আস-সহীহ, অধ্যায়: তাওবা, পরিচ্ছেদ: আল্লাহ তা‘আলার রহমতের ব্যাপ্তি, হাদীস নং ২৭৫৪।

৬. অর্থাৎ পরিধিগত ও ব্যাপকতার দিক থেকে এ রহমত অনেক বেশি ব্যক্তি ও বস্তুকে শামিল করে। এখানেও তাঁর রহমত গুণের প্রভাব উদ্দেশ্য।

“হে আমাদের রব! আপনি দয়া ও জ্ঞান দ্বারা সবকিছুকে পরিব্যাপ্ত করে রেখেছেন।” [সূরা গাফির ৪০:০৭]

* আর আল্লাহর নামসমূহের মধ্যে সৌন্দর্য প্রতিটি নাম আলাদা থাকা অবস্থায় যেমন পাওয়া যায়, অনুরূপভাবে একটি নামকে অন্যটির সঙ্গে একত্র করার সময়ও পাওয়া যায়। ফলে একটি নামকে অন্যটির সঙ্গে একত্র করলে পরিপূর্ণতার পর আরও অধিক পরিপূর্ণতা অর্জিত হয়।

এর উদাহরণ: (اَلْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ আল-আযীযুল হাকীম) ‘প্রবল পরাক্রমশীল অধিক হিকমতওয়ালা’। আল্লাহ তা‘আলা কুরআনের বহু জায়গায় এ দুটি নামকে একত্র করে উল্লেখ করেছেন। এ অবস্থায় প্রতিটি নাম একদিকে তার নিজস্ব পূর্ণাঙ্গতাকে বুঝায়। যেমন ‘আল-আযীয’ নামে ‘ইয্যত’ অর্থাৎ পূর্ণাঙ্গ শক্তি এবং ‘আল-হাকীম’ নামে হুকুম ও পূর্ণাঙ্গ হিকমতকে বুঝায়। আর এ দুটিকে একত্র করলে অন্য আরেকটি পূর্ণাঙ্গ গুণকে বুঝায়। আর তা হলো আল্লাহ তা‘আলার শক্তি হিকমতপূর্ণ। ফলে আল্লাহ তা‘আলার শক্তি কোনো অন্যায় ও অপকর্মকে দাবি করে না, যেমনটি হতে পারে সৃষ্টিজীবের মধ্যে যারা শক্তিধর তাদের ক্ষেত্রে। কেননা সৃষ্টিজীবের মধ্যে যে শক্তিমান সে হয়তো তার শক্তিমত্তাকে ব্যবহার করে গুনাহ করতে উদগ্রীব হয়ে ওঠতে পারে। ফলে সে অন্যায় ও অপকর্ম করতে শুরু করবে। অনুরূপভাবে আল্লাহর হুকুম-বিচার ও হিকমত পূর্ণাঙ্গ শক্তি মিশ্রিত, সৃষ্টিজীবের হুকুম-বিচার ও হিকমত এটির বিপরীত; কেননা সৃষ্টিজীবের হুকুম-বিচার ও হিকমতে নীচুতা ও অজ্ঞতা মিশ্রিত হয়।

দ্বিতীয় মূলনীতি: মহান আল্লাহর নামসমূহ একই সাথে নাম ও গুণ

নাম এ হিসেবে যে, তা আল্লাহ তা‘আলার সত্তাকে বুঝায়। এর পাশাপাশি প্রতিটি নাম যে অর্থ ও ভাবকে নির্দেশ করে তার নিরিখে প্রতিটি নাম গুণ হিসেবেও বিবেচিত। প্রথমোক্ত বিষয়টির বিবেচনায় যেহেতু প্রতিটি নাম অভিন্ন সত্তা অর্থাৎ আল্লাহ তা‘আলাকে নির্দেশ করছে, তাই তা সমার্থবোধক। আর দ্বিতীয়োক্ত বিষয়টি বিবেচনায় যেহেতু প্রতিটি নাম

সুনির্দিষ্ট অর্থবোধক, তাই তা একটি থেকে অন্যটি ভিন্ন। অতএব (اَلْحَيُّ - চিরঞ্জীব, اَلْعَلِيْمُ- সর্বজ্ঞ, اَلْقَدِيرُ- সর্বশক্তিমান, اَلسَّمِيعُ- সর্বশ্রোতা, اَلْبَصِيرُ- সর্বদ্রষ্টা, اَلرَّحْمَنُ- পরম করুণাময়, اَلرَّحِيْمُ- পরম দয়ালু, اَلْعَزِيزُ- প্রবল পরাক্রশালী, اَلْحَكِيْمُ- প্রজ্ঞাময়) সবগুলো একই সত্তার নাম। আর সে সত্তা হলেন আল্লাহ তা'আলা। কিন্তু 'চিরঞ্জীব' এর অর্থ 'সর্বজ্ঞ' এর অর্থ থেকে ভিন্ন এবং 'সর্বজ্ঞ' এর অর্থ 'সর্বশক্তিমান' এর অর্থ থেকে ভিন্ন। অন্যান্য নামের বেলায় একই কথা প্রযোজ্য।

আল্লাহ তা'আলার নামসমূহ একই সাথে নাম ও গুণ এ কথার পক্ষে আল-কুরআনে প্রমাণ রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَهُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ﴾ [يونس: ١٠٧، الأحقاف: ٨]

"আর তিনি পরম ক্ষমাশীল, অতি দয়ালু।" [সূরা ইউনুস ১০:১০৭, আল-আহক্বাফ ৪৬:৮]

অন্যত্র বর্ণিত হয়েছে:

﴿وَرَبُّكَ ٱلْغَفُورُ ذُو ٱلرَّحْمَةِ﴾ [الكهف: ٥٨]

"আর আপনার রব পরম ক্ষমাশীল, দয়াবান।" [সূরা আল-কাহাফ ১৮:৫৮]

দ্বিতীয় আয়াতটি এ কথা বুঝাচ্ছে যে, 'আর-রাহীম' (পরম দয়ালু) হলেন তিনি যিনি দয়ার গুণে গুণান্বিত[৭]।

আর ভাষার দিক থেকে প্রমাণ হচ্ছে, আরবী ভাষাবিদ ও মানুষের সমাজে এ ব্যাপারে ঐকমত্য থাকা যে, যার জ্ঞান রয়েছে কেবল তাকেই জ্ঞানী বলা হবে, যার শ্রবণশক্তি রয়েছে কেবল তাকেই শ্রোতা বলা হবে, যার দৃষ্টিশক্তি রয়েছে কেবল তাকেই দ্রষ্টা বলা হবে—এ কথাটি অত্যন্ত স্পষ্ট, এর পক্ষে কোনো প্রমাণ পেশ করার প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না।

৭. অর্থাৎ আগের আয়াতে আসা 'আর-রহীম' (পরম দয়ালু) এর ব্যাখ্যা হচ্ছে দ্বিতীয় আয়াতের 'যুর রহমাহ' (দয়াওয়ালা)।

আল্লাহর নামসমূহ থেকে তার অর্থগুলো যারা সরিয়ে দেয় এ আলোচনার দ্বারা সেসব আহলুত তা'ত্বীল বা নিষ্ক্রিয়কারী সম্প্রদায়ের বাতুলতা ও গোমরাহীর ব্যাপারে স্পষ্ট ধারণা অর্জিত হলো। তাদের বক্তব্য হলো: আল্লাহ তা'আলা শ্রবণশক্তি ছাড়াই সর্বশ্রোতা, দৃষ্টিশক্তি ছাড়াই সর্বদ্রষ্টা, ইয্যত (পরাক্রমতা) ছাড়াই আযীয (পরাক্রমশালী) ইত্যাদি। তারা তাদের বক্তব্যের পক্ষে যে যুক্তি পেশ করে তা হলো আল্লাহর জন্য গুণসমগ্র প্রমাণ করলে একই সত্তার জন্য বহুত্ব আবশ্যক হয়ে পড়ে। বস্তুত এটি একটি খোঁড়া যুক্তি, তা বরং নিঃপ্রাণ মৃত যুক্তি। কেননা খোদ আল-কুরআনই এ যুক্তিকে বাতিল করে দিয়েছে। মানুষের বুদ্ধি-বিবেচনাও এ যুক্তির বিপক্ষে।

আল-কুরআন থেকে দলীল: যেহেতু আল্লাহ তা'আলা অদ্বিতীয় হওয়া সত্ত্বেও নিজেকে বহুগুণে গুণান্বিত করে পেশ করেছেন, তাই আল্লাহ তা'আলার জন্য সিফাত বা গুণ যে প্রমাণিত তা নিঃসন্দেহ। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ ۝١٢ إِنَّهُۥ هُوَ يُبْدِئُ وَيُعِيدُ ۝١٣ وَهُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلْوَدُودُ ۝١٤ ذُو ٱلْعَرْشِ ٱلْمَجِيدُ ۝١٥ فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيدُ ۝١٦﴾ [البروج: ١٢، ١٦]

"নিশ্চয় আপনার রবের পাকড়াও বড়ই কঠিন। তিনিই অস্তিত্ব দান করেন, পুনরাবর্তন ঘটান এবং তিনি ক্ষমাশীল, অতি স্নেহময়, আরশের অধিকারী ও সম্মানিত। তিনি যা ইচ্ছে তা-ই করেন।" [সূরা আল-বুরূজ ৮৫:১২-১৬]

আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন,

﴿سَبِّحِ ٱسْمَ رَبِّكَ ٱلْأَعْلَى ۝١ ٱلَّذِى خَلَقَ فَسَوَّىٰ ۝٢ وَٱلَّذِى قَدَّرَ فَهَدَىٰ ۝٣ وَٱلَّذِىٓ أَخْرَجَ ٱلْمَرْعَىٰ ۝٤ فَجَعَلَهُۥ غُثَآءً أَحْوَىٰ ۝٥﴾ [الاعلى: ١، ٥]

"আপনি আপনার সুমহান রবের নামের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করুন, যিনি সৃষ্টি করেন, অতঃপর সুঠাম করেন। আর যিনি নির্ধারণ করেন অতঃপর পথনির্দেশ করেন, আর যিনি তৃণাদি উৎপন্ন করেন, পরে তা ধূসর আবর্জনায় পরিণত করেন।" [সূরা আল-আ'লা ৮৭:১-৫]

উল্লিখিত আয়াতসমূহে অদ্বিতীয় সত্তার বহু গুণের কথা রয়েছে, কিন্তু গুণের বহুত্বের কারণে তা খোদ সত্তার বহুত্ব দাবি করে না।

যুক্তিবুদ্ধির দলীল: যেহেতু গুণগুলো গুণান্বিত থেকে বিচ্ছিন্ন কোনো সত্তা নয়, গুণগুলো বিচ্ছিন্ন সত্তা হলে গুণান্বিত সত্তার বহুত্ব হওয়া দাবি করত; তা বরং গুণধারী সত্তার গুণাবলি যা তাঁর সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। শুধু তাই নয়, বরং অস্তিত্বশীল এমন কোনো বিষয় নেই যা বহু গুণবিশিষ্ট নয়। তাতে অস্তিত্বশীল হওয়ার গুণটি থাকবে, তাতে আবশ্যিক অস্তিত্বশীল বা সম্ভাব্য অস্তিত্বশীল হওয়ার গুণটি থাকবে, তা নিজের সত্তার ওপর নির্ভরশীল থাকার গুণ থাকবে অথবা অন্যের ওপর নির্ভর করা গুণ হবে।[৮]

উল্লিখিত আলোচনা থেকে এটাও পরিষ্কার হলো যে, 'আদ-দাহর' (কাল) আল্লাহর নামসমূহের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত নয়। কেননা আদ-দাহর হলো নামবাচক একটি জমাট শব্দ, যাতে এমন কোনো অর্থ নেই যার কারণে একে আল্লাহর সুন্দর নামসমূহের সঙ্গে যুক্ত করা যাবে। যেহেতু উক্ত শব্দটি কাল ও সময়ের নাম সে হিসেবে আল্লাহ তা'আলা আখেরাত অস্বীকারকারীদের সম্পর্কে বলেছেন:

﴿وَقَالُواْ مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا ٱلدُّنۡيَا نَمُوتُ وَنَحۡيَا وَمَا يُهۡلِكُنَآ إِلَّا ٱلدَّهۡرُۚ﴾ [الجاثية: ٢٤]

"আর তারা বলে, একমাত্র দুনিয়ার জীবনই আমাদের জীবন, আমরা মরি ও বাঁচি, আর কাল-ই কেবল আমাদেরকে ধ্বংস করে।" [সূরা আল-জাসিয়া ৪৫:২৪] এর দ্বারা তারা রাত ও দিনের অতিক্রমকে বুঝিয়েছে।

আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস, আল্লাহ তা'আলা বলেন[৯],

৮. অর্থাৎ প্রতিটি বস্তু ও ব্যক্তিতেই এত কিছু থাকে। এগুলো থেকে কেউ মুক্ত নয়। সুতরাং গুণ বেশি হলেই সত্তা বেশি হয়ে যাওয়ার দোষ দেওয়া সঠিক কথা নয়।

৯. অর্থাৎ হাদীসে কুদসীতে আল্লাহ তা'আলা তা বলেছেন।

«يُؤْذِينِي ابْنُ آدَمَ يَسُبُّ الدَّهْرَ وَأَنَا الدَّهْرُ، بِيَدِي الأَمْرُ أُقَلِّبُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ»

"আদম সন্তান আমাকে কষ্ট দেয়, কারণ সে আদ-দাহর (কাল বা সময়) কে গালি দেয়। অথচ আমিই কাল, আমার হাতেই সবকিছু, আমি রাত ও দিনের পরিবর্তন ঘটাই।"[১০] এ হাদীসটি আদ-দাহর শব্দটিকে আল্লাহর নাম হিসেবে সাব্যস্ত করছে না; কেননা যারা কালকে গালি দেয়, তাদের উদ্দেশ্য মূলত কালের গর্ভে সংঘটিত ঘটনাসমগ্র। তারা আল্লাহ তা'আলাকে উদ্দেশ্য করে না। অতএব 'আমিই কাল' এ কথাটির ব্যাখ্যা হাদীসের পরবর্তী অংশ থেকেই বুঝা যায় যেখানে বলা হয়েছে, 'আমার হাতেই সবকিছু, আমি রাত ও দিনের পরিবর্তন ঘটাই' অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলাই কাল ও কালের গর্ভে যা আছে সবকিছুর স্রষ্টা। এটা তিনি সুস্পষ্টভাবেই বলেছেন যে, তিনি রাত ও দিনের পরিবর্তন ঘটান, আর এ দুটোই হলো কাল। আর এটা সম্ভব নয় যে, পরিবর্তনকারী ও পরিবর্তন গ্রহণকারী একই জিনিস হবে। অতএব উক্ত হাদীসে উল্লিখিত 'আদ-দাহর' শব্দটি দ্বারা আল্লাহ তা'আলাকে বুঝায় না।

তৃতীয় মূলনীতি: মহান আল্লাহর নামসমূহ যদি ওয়াসফে মুতা'আদ্দী[১১] হয়, তবে তা তিনটি বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করবে:

এক. ঐ নামটি আল্লাহর জন্য সাব্যস্ত হওয়া।

দুই. নামটি যে গুণকে অন্তর্ভুক্ত করে আছে তা আল্লাহর জন্য সাব্যস্ত হওয়া।

তিন. উক্ত গুণের যে হুকুম ও দাবি রয়েছে তা প্রমাণিত হওয়া।

১০. বুখারী, আল-জামেউস সহীহ, অধ্যায়: কুরআনুল কারীমের তাফসীর, পরিচ্ছেদ: আমাদের তো কালই ধ্বংস করে, হাদীস নং ৪৮২৬; মুসলিম, আস-সহীহ, অধ্যায়: শব্দ আদবের অংশ, পরিচ্ছেদ: কালকে গালি দেওয়া নিষিদ্ধ, হাদীস নং ২২৪৬।

১১. অর্থাৎ এমন গুণ যা সৃষ্টির সাথে সম্পৃক্ত হয়, শুধু আল্লাহর সাথেই সম্পৃক্ত থাকে না।

এ কারণেই ডাকাতরা যদি তাওবা করে তবে তাদের বেলায় শরীয়তের বিধিবদ্ধ শাস্তি 'হদ' মওকুফ হয়ে যাওয়ার ব্যাপারে মুজতাহিদ আলেমগণ অভিমত ব্যক্ত করেছেন এবং দলীল হিসেবে তারা নিম্নোক্ত আয়াতটি পেশ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ مِن قَبۡلِ أَن تَقۡدِرُواْ عَلَيۡهِمۡۖ فَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ غَفُورٞ رَّحِيمٞ ٣٤﴾ [المائدة: ٣٤]

"তবে তারা ছাড়া, যারা তোমাদের আয়ত্তে আসার আগেই তওবা করবে। সুতরাং জেনে রাখ যে, আল্লাহ অবশ্যই ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।" [সূরা আল-মায়েদা ৫:৩৪] কেননা এ দুটি নাম (ক্ষমাশীল ও অতি দয়ালু) এর দাবি হলো, আল্লাহ তা'আলা নিশ্চয় তাদের ক্ষমা করে দিয়েছেন এবং হদ রহিত করে তাদের প্রতি করুণা করেছেন।[১২]

এর উদাহরণ: اَلسَّمِيْعُ 'সর্বশ্রোতা'। এটি একদিকে 'আস-সামীউ' নামটি আল্লাহর জন্য সাব্যস্ত করছে। অন্যদিকে তা اَلسَّمْعُ 'শ্রবণশক্তি'কে আল্লাহর গুণ হিসেবে সাব্যস্ত করছে এবং শ্রবণের যে বিধান ও দাবি তাও সাব্যস্ত করছে আর তা হচ্ছে, আল্লাহ তা'আলা গোপন কথা ও নিভৃতে পরিচালিত কথাও শোনেন। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَٱللَّهُ يَسۡمَعُ تَحَاوُرَكُمَآۚ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُۢ بَصِيرٌ﴾ [المجادلة: ١]

"আল্লাহ তোমাদের কথোপকথন শুনেন; নিশ্চয় আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।" [সূরা আল-মুজাদালা ৫৮:০১]

আর যদি আল্লাহর নাম এমন গুণকে নির্দেশকারী হয় যা ওয়াসফে মুতা'আদ্দী না হয়ে আল্লাহ তা'আলার সত্তায় সীমিত থাকে, তবে তা দুটি বিষয়কে শামিল করে:

প্রথমত: ঐ নামটি আল্লাহর জন্য সাব্যস্ত হওয়া।

১২. অর্থাৎ ক্ষমা করা ও করুণা করার গুণদ্বয় সৃষ্টির সাথে সম্পৃক্ত হয়ে গেছে।

দ্বিতীয়ত: ঐ নামটি যে গুণকে ধারণ করে আছে তা আল্লাহর জন্য সাব্যস্ত হওয়া।

এর উদাহরণ: اَلْحَيُّ 'চিরঞ্জীব'। এটি একদিকে 'আল হাইউ' শব্দটিকে আল্লাহর নাম হিসেবে সাব্যস্ত করছে, অন্যদিকে 'আল হায়াত' তথা 'জীবন'কে আল্লাহ তা'আলার একটি গুণ হিসেবে সাব্যস্ত করছে[১৩]।

চতুর্থ মূলনীতি: মহান আল্লাহর নামসমূহ তাঁর সত্তা ও গুণাবলির ওপর (তিনভাবে প্রমাণবহ):

- **মুতাবাক্বাহ বা সর্বদিক থেকে প্রমাণ করে,**
- **তাদ্বাম্মুন বা অন্তর্ভুক্তি হিসেবে প্রমাণ করে এবং**
- **ইলতিযাম বা দাবি হিসেবেও প্রমাণ করে**

এর উদাহরণ: اَلْخَالِقُ 'স্রষ্টা' নামটি যা; আল্লাহ তা'আলার সত্তা এবং সৃষ্টি করার গুণকে সর্বদিক থেকে বুঝাচ্ছে।[১৪]

আর শুধু আল্লাহর সত্তা এবং শুধু সৃষ্টি করার গুণ (এ দুয়ের যেকোনো একটি)কে অন্তর্ভুক্তি হিসেবে বুঝায়।[১৫]

এর পাশাপাশি খালিক শব্দটি দাবি হিসেবে 'ইলম' ও 'কুদরত' এ দুটি গুণকে সাব্যস্ত করছে।[১৬]

---

১৩. অনুরূপ আল্লাহর নাম 'হায়িইউ' বা লজ্জাশীল, আল্লাহর নাম আল-আযীম বা মহান।

১৪. এটাকে আরবীতে বলা হয় মুতাবাক্বাহ।

১৫. অর্থাৎ 'খালিক' শব্দটি দুটি বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করে আছে। একটি আল্লাহর নাম, অপরটি আল্লাহর গুণ। অতএব যেকোনো একটিকে অন্তর্ভুক্তি হিসেবে বুঝায়। এটাকে আরবীতে বলা হয় তাদ্বাম্মুন।

১৬. অর্থাৎ এ অতিরিক্ত দাবী করা অর্থকে আরবীতে বলা হয় ইলতিযাম।